ইন্টারনেটে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ

একটি তুলনামূলক ফিকহী পর্যালোচনা

Online Marriage and Divorce

A Comparative Fiqh Study

ইন্টারনেটে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ

একটি তুলনামূলক ফিকহী পর্যালোচনা

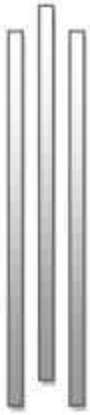

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন (আযহারী)
সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি
আল-ফিক্‌হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
আইন অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

স্বরবর্ণ প্রকাশন

অর্পণ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতাপিতাকে
'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা'

সূচি

ভূমিকা	১৫
বিষয়টির গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা	১৬
গবেষণাটির উদ্দেশ্যাবলি	১৬
অনুসৃত পদ্ধতি	১৭

প্রথম অধ্যায়
ইন্টারনেটের প্রকৃতি ও পরিচিতি

ইন্টারনেটের পরিচয়	২১
ইন্টারনেটের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২২
ইন্টারনেটের উপাদানসমূহ	২৪
ইন্টারনেটের সেবাসমূহ	২৪
১. ই-মেইল (E-mail)	২৪
২. চ্যাটিং (Chatting)	২৬
৩. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www)	২৬
৪. টেলনেট (Telecommunication Network)	২৭
ইন্টারনেটের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা	২৮
১. আন্তর্জাতিকতা	২৮
২. গতিময়তা	২৮
৩. সাশ্রয়ী	২৯
৪. প্রভাব বিস্তার	২৯
৫. মাল্টিমিডিয়া	২৯
৬. বহুমাত্রিক ব্যবহার	৩০
৭. সাবলীল ব্যবহার	৩০
৮. গতিময় সম্প্রসারণ	৩০

চুক্তি সম্পাদনে ইন্টারনেটের ভূমিকা ৩০
ইন্টারনেটে চুক্তির সমালোচনা ৩২
১. ওয়েবসাইট ধ্বংস হয়ে যাওয়া ৩২
২. ই-মেইলে পেনিট্রেইশন বা অনুপ্রবেশ ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইন্টারনেটে বিবাহ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

ইন্টারনেটে বিবাহ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান ও তার বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের খিতবাহ বা প্রস্তাব-এর পরিচয় ৩৯
খিতবাহ-এর আভিধানিক পরিচয় ৩৯
ফিকাহশাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে খিতবাহ'র পরিচয় ৩৯
ইসলামে খিতবাহ'র বৈধতা ৪০
খিতবাহ'র প্রকারভেদ ৪১
খিতবাহ'র শর্তসমূহ ৪২
খিতবাহ'র হুকুম ৪৪
ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহের প্রস্তাবের সম্ভাবনার শর'য়ী বৈধতা ৪৬
এতদসংক্রান্ত কয়েকটি দলিল ৪৭
আলোচ্য বিষয়ে হাদিসগুলো থেকে প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতি ৪৮
ইন্টারনেটে বিবাহের প্রস্তাব দানের মাধ্যমে প্রতারণার সম্ভাবনা ও তার প্রতিকার ৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইন্টারনেটে বিবাহ ও তার বিধান

বিবাহের আভিধানিক সংজ্ঞার্থ ৫১
পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ ৫২
বিবাহের গুরুত্ব ও বৈধতা ৫৩
বিবাহের হুকুম ৬০
বিবাহের রুকন ও শর্ত ৬১
অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত ৬৪

বিবাহের সাক্ষ্য ও ইন্টারনেটে সাক্ষ্যের পদ্ধতি	৬৫
প্রথমত : বিবাহে সাক্ষ্যের বিধান	৬৬
দালিলিক প্রমাণাদি	৬৯
বিবাহে সাক্ষ্য শর্ত হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল	৬৯
যুক্তির নিরিখে প্রথম মত	৭০
সাক্ষী শর্ত না হওয়ার প্রবক্তাদের দলিল	৭২
উপর্যুক্ত দলিলের উত্তর	৭২
গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী মত	৭৪
দ্বিতীয়ত : ইন্টারনেটে অডিও/ভিডিও ডিভাইস ব্যবহার করে বিবাহের বিধান	৭৫
অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহবন্ধনের অসুবিধা ও ত্রুটিসমূহ	৭৬
সমকালীন মতামত	৭৭
প্রথম মত : অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহ সম্পাদন বৈধ	৭৭
অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহ সম্পাদনে সাক্ষ্যের পদ্ধতি	৭৮
দ্বিতীয় মত : অডিও/ভিডিও ডিভাইসে বিবাহ সম্পাদন অবৈধ	৭৯
ক) সৌদি ইলমী গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মতামত	৭৯
খ) রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর আন্তর্জাতিক ফিকহ বোর্ডের মতামত	৮০
ফিকহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা	৮০
প্রণিধানযোগ্য মতামত	৮২
তৃতীয়ত : ইন্টারনেটে চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিবাহের বিধান	৮৩
চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিবাহের মাসআলায় পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের মতামত	৮৪
প্রথম মত	৮৪
দ্বিতীয় মত	৮৬
চিঠির মাধ্যমে বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি	৮৭
উপর্যুক্ত দলিলে আপত্তি	৮৯
আপত্তির জবাব	৯০
প্রণিধানযোগ্য মত	৯১

তৃতীয় অধ্যায়
ইন্টারনেটে বিবাহবিচ্ছেদ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে তালাক ও তার বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে তালাকের পরিচয় ও বৈধতা ৯৪

তালাকের পরিচয় ৯৪

তালাকের আভিধানিক সংজ্ঞার্থ ৯৪

তালাকের পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ ৯৫

ইসলামী শরী'য়তে তালাকের বৈধতা ৯৫

কুরআন থেকে প্রমাণ ৯৫

সুন্নাহ থেকে প্রমাণ ৯৬

ইজমার মাধ্যমে প্রমাণ ৯৮

শরী'য়তে তালাকের বৈধতার নিগূঢ় দৃষ্টিভঙ্গি ৯৮

ইন্টারনেটে তালাকের ধরণ ও কার্যকরের বিধান ৯৯

১. লিখিত আকারে পত্রের মাধ্যমে ১০০

প্রথম মত ১০০

হানাফী মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি ১০০

প্রথম প্রকার ১০১

দ্বিতীয় প্রকার ১০২

অন্যকে লেখার জন্য আদেশ ১০২

মালিকী মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি ১০৩

শাফি'য়ী মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি ১০৪

হাম্বলী মাযহাবে পত্রযোগে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্তাবলি ১০৫

দ্বিতীয় মত ১০৬

দ্বিতীয় মতের দলিল পর্যালোচনা ১০৭

অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতামত ১০৭

২. মৌখিকভাবে অডিও/ভিডিও ডিভাইসের মাধ্যমে তালাক প্রদানের বিধান ১০৮

উপরিউক্ত মাধ্যমে তালাক কার্যকর হওয়ার পক্ষে মত পোষণকারীগণ ১০৯
১. মিশরের আল-আযহারের ফতোয়া কমিটি ১০৯
২. কতক আযহারী স্কলার ১০৯
৩. মালয়েশিয়ার দারুল ইফ্তা ১১১
৪. ইসলামিক সেন্টার লন্ডন ১১২
উপরিউক্ত মাধ্যমে তালাক কার্যকর না হওয়ার পক্ষে মত পোষণকারীগণ ১১২
গ্রহণযোগ্য মত ১১৩
হানাফী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত ১১৪
মালিকী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত ১১৪
শাফি'য়ী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত ১১৫
হাম্বলী মাযহাবের কিতাব থেকে দৃষ্টান্ত ১১৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খোলা তুক্তি এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর কার্যক্রম
খোলা-এর পরিচয় ১১৮
খোলা-এর আভিধানিক সংজ্ঞার্থ ১১৮
খোলা-এর পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ ১১৯
ইসলামী শরী'য়তে খোলা-এর বৈধতা ১২০
ক) আল-কুরআনের আলোকে বৈধতা ১২০
খ) সুন্নাহর আলোকে বৈধতা ১২০
গ) ইজমার আলোকে বৈধতা ১২১
ইন্টারনেটের মাধ্যমে খোলা চুক্তির হুকুম ১২১
ইন্টারনেটে খোলা চুক্তির বিধান জানার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আগে জানতে হবে: ১২১
১. খোলার শব্দরূপ ১২১
২. খোলা কার্যকরে বিচারকের রায়ের প্রয়োজনীয়তা ১২৩
৩. স্ত্রীর উপস্থিতি ১২৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইন্টারনেটের মাধ্যমে লি'আন এবং এর কার্যকারিতা
লি'আন-এর পরিচয় ১২৫
লি'আন-এর আভিধানিক অর্থ ১২৫

ফুকাহায়ে কেরামের নিকট লি'আনের পারিভাষিক অর্থ	১২৫
১. হানাফী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা	১২৬
২. মালিকী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা	১২৬
৩. শাফি'য়ী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা	১২৬
৪. হাম্বলী মাযহাবে লি'আনের সংজ্ঞা	১২৬
লি'আনের শর'য়ী বৈধতা	১২৬
ক) আল-কুরআনের আলোকে বৈধতার প্রমাণ	১২৭
খ) সুন্নাহর আলোকে বৈধতার প্রমাণ	১২৭
গ) ইজমার আলোকে বৈধতার প্রমাণ	১২৮
ইন্টারনেটে লি'আনের কার্যকারিতার বিধান	১২৮

চতুর্থ অধ্যায়
ইন্টারনেটে সম্পাদিত চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ : ই-লেখা ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণে এর ভূমিকা

ই-লেখার পরিচয়	১৩৩
সাধারণ লেখার পরিচয়	১৩৩
ই-লেখা	১৩৪
আইনের সংজ্ঞায় ই-লেখা	১৩৫
সাধারণ লেখা এবং ই-লেখার মাঝে পার্থক্য	১৩৫
ই-লেখার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করার বিধান	১৩৬
সাধারণ লেখার মাধ্যমে কোনো কিছু প্রমাণ করার বিধান	১৩৬
প্রথম মত	১৩৭
তাদের দলিল	১৩৭
দ্বিতীয় মত	১৪০
কুরআন থেকে দলিল	১৪০
সুন্নাহ থেকে দলিল	১৪১
ইজমা থেকে দলিল	১৪৩

যুক্তি	১৪৪
প্রণিধানযোগ্য মত	১৪৪
ই-লেখার মাধ্যমে দালিলিক প্রমাণ করার হুকুম	১৪৫
ই-লেখা দলিল হওয়ার শর্তসমূহ	১৪৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ই-স্বাক্ষর ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা	
ই-স্বাক্ষরের পরিচয়	১৫৩
সাধারণ স্বাক্ষর	১৫৪
সাধারণ স্বাক্ষরের প্রকারভেদ	১৫৪
১. লিখিত স্বাক্ষর	১৫৪
২. সীল-ছাপ দেওয়া	১৫৫
সীল-ছাপ দেওয়া বলতে বোঝায়	১৫৫
ই-স্বাক্ষর	১৫৭
ই-স্বাক্ষরের প্রকারসমূহ	১৫৮
১. ডিজিটাল স্বাক্ষর	১৫৮
বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা	১৫৯
২. ই-পেন স্বাক্ষর	১৬০
৩. বায়োমেট্রিক স্বাক্ষর	১৬১
প্রমাণের ক্ষেত্রে ই-স্বাক্ষর ব্যবহার করার শর'য়ী বিধান	১৬১
উপসংহার	১৬৪
গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল	১৬৪
সুপারিশ	১৬৫
তথ্যপঞ্জি	১৬৭

ভূমিকা

- বিষয়টির গুরুত্ব
- উদ্দেশ্যাবলি
- অনুসৃত পদ্ধতি

ভূমিকা

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম ও পরিপূর্ণ শরী'য়ত। এটি বিশ্বজনীন আসমানী বিধান। সকল স্থান কাল ও মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার বিধান এই শরী'আতে নেই। এটি মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উদ্দেশ্য সাধনের সকল দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

প্রযুক্তিনির্ভর আজকের বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। জীবনের সকল অঙ্গনে এ পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হচ্ছে। মানুষ ক্রমশ প্রযুক্তির সাথে শৃঙ্খলিত হচ্ছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে সমগ্র বিশ্বের দূরত্ব এমনভাবে সংকুচিত হয়ে এসেছে যে, এটিকে এখন বিশ্বগ্রাম বা 'Global Village' আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিশ্বের একপ্রান্তে থাকা মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের সাথে ন্যূনতম সময় ও খরচে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছে। এতে করে তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সম্পর্কে বহু বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা এসেছে। মানুষ তার নিত্যদিনের আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিমিষে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এক স্থানের মানুষ অন্যস্থানের মানুষের সাথে বহু ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলছে। বৈবাহিক ও সামাজিক সম্পর্ক ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পাদন করছে। এসব ক্ষেত্রে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ আদান-প্রদান বা চুক্তিরত উভয় পক্ষের স্থানগত ঐক্য না হলেও তারা পরস্পরকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছে।

এই চুক্তিসমূহের বৈধতা আর এ সম্পর্কে ইসলামী শরী'য়াহর বক্তব্য নিয়ে অনেকের কাছে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এসব চুক্তির ধরন, বৈচিত্র্য ও ব্যাপক বিস্তার বিষয়টিকে যেমন জটিল করেছে, তেমনিভাবে এ ব্যাপারে ইসলামী শরী'য়াহর দৃষ্টিভঙ্গি দ্ব্যর্থহীন ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। তাই এ গবেষণাকর্মটিতে মানুষ বিবাহ, তালাক, খোলা ও লি'য়ান ইত্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদনের

সঠিক ইসলামী সমাধান পাবে ইন শা আল্লাহ। তাছাড়া তথ্য-প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি এ বিষয়ক ঝুঁকি, সাইবার ক্রাইম ও সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সহায়তা পাবে।

বিষয়টির গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

১. বিষয়টি আধুনিক এবং বর্তমান সময়ের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. বিষয়টি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

৩. বিষয়টি ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে বিবাহ, তালাকের মতো স্পর্শকাতর প্রসঙ্গে হওয়ায় মানুষের সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের সঠিক নীতিমালা স্পষ্ট করবে।

৪. বিষয়টি বর্তমান সময়ের একটি ধারণাগত শূন্যতা পূরণ করবে।

৫. বিষয়টি সম্পর্কে স্বতন্ত্র পরিপূর্ণ গবেষণার অপ্রতুলতা।

গবেষণাটির উদ্দেশ্যাবলি

ক) ইন্টারনেটের ব্যবহার ও এর মাধ্যমে সংঘটিত বিবাহ ও বিচ্ছেদের চুক্তি প্রচুর পরিমাণে হওয়ার কারণে, বিশেষ করে বার্তা, ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে বিবাহ ও বিচ্ছেদের মত অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়ে শরী'য়াহর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিধান সম্পর্কে উত্থাপিত মানুষের বহু প্রশ্নের সমাধান জানা।

খ) ইন্টারনেটের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার ও এর মাধ্যমে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার শরী'য়াহসম্মত পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা।

গ) বিশ্বায়নের এই যুগে ইন্টারনেট তথা ভার্চুয়ালি সংঘটিত বিভিন্ন সামাজিক চুক্তির শর্তাবলি ও বিধান জানার মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি 'সাইবার নিরাপত্তা' কর্মসূচির

সহযোগিতাপূর্বক নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত তথ্য-প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা।

ঘ) যারা মনে করেন প্রযুক্তিনির্ভর আজকের বিশ্বব্যবস্থার সাথে ইসলামী শরী'য়াহর বিধিবিধান সমানভাবে যায় না, তাদের সংশয় অপনোদন করে ইসলামের মহানুভবতা ও বিশ্বজনীনতা সমুন্নত করা।

ঙ) ইসলামী শরী'য়াহর সৌন্দর্য উন্মুক্ত হওয়ার ফলে শরী'য়াহ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূরীভূত করা।

চ) ইন্টারনেট সংক্রান্ত বিধিবিধানকে সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণের পথ সুগম করা।

ছ) গবেষণাটির মাধ্যমে ফিকহশাস্ত্রের বিশ্বজনীনতা, উর্বরতা ও সময়োচিত প্রমাণ করা।

অনুসৃত পদ্ধতি

যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখিত পদ্ধতি সমূহের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ভালোভাবে স্বীকৃত গবেষণা রীতিনীতির আলোকে মূলনীতি ও দলীলগুলোর ভিত্তিতে পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ব্যবহারের 'একাডেমিক গবেষণারীতি' অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আল-কুরআন, বিভিন্ন তাফসীর ও হাদিসগ্রন্থ, হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ইসলামী ফিকহশাস্ত্রের মৌলিক ও আধুনিক গ্রন্থাবলি, বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত গবেষণা প্রবন্ধ, আধুনিক বিশ্বকোষ, বিভিন্ন জার্নাল, দৈনিক পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গবেষণাটির প্রথম অধ্যায়ে ইন্টারনেটের স্বরূপ, প্রকৃতি, পরিচিতি ও সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিবাহ ও এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান এসেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্টারনেটে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রকার ও

ধরন এবং এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইন্টারনেটে সম্পাদিত চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা, ই-স্বাক্ষর ও চুক্তির দালিলিক প্রমাণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ও প্রামাণিকতা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল ও সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। আরবী ভাষার ক্ষেত্রে 'ইসলামী ফাউন্ডেশন' প্রণীত প্রতিবর্ণায়নের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। বলা বাহুল্য, যেকোনো লৌকিক কাজে ভুল হওয়া/থাকা স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের কাছে আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করব, এ গ্রন্থের কোথাও কোনো ধরনের ভুলত্রুটি চোখে পড়লে দয়া করে আমাকে অবহিত করবেন। আমি আমার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করতে আগ্রহী।

আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করি, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য উম্মতের কাছে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বানুভূতি থেকে উপস্থাপন হিসেবে কবুল করেন এবং ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আমীন!

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন (আল-আযহারী)
সহযোগী অধ্যাপক ও সভাপতি
আল-ফিক্‌হ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ
nasircairo@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

ইন্টারনেটের প্রকৃতি ও পরিচিতি

ইন্টারনেটের পরিচয়

ইন্টারনেটের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইন্টারনেটের উপাদানসমূহ

ইন্টারনেটের সেবাসমূহ

ইন্টারনেটের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা

চুক্তি সম্পাদনে ইন্টারনেটের ভূমিকা

ইন্টারনেটে চুক্তির সমালোচনা

প্রথম অধ্যায়

ইন্টারনেটের প্রকৃতি ও পরিচিতি

ইন্টারনেটের পরিচয়

ইন্টারনেট (Internet) মূলত ইংরেজি শব্দ। শব্দটি দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথম অংশ Inter যা International শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ আন্তর্জাতিক। দ্বিতীয় অংশ net যা Network-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ অনেকেই জাল বলে মনে করে থাকেন। যা হোক শব্দানুবাদ করলে ইন্টারনেটের অর্থ দাঁড়ায় অন্তর্জাল। কিংবা গ্লোবাল নেটওয়ার্কও বলা যায়। বলা যায়, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক হচ্ছে কম্পিউটারে সংরক্ষিত এমন বিশ্বকোষ যা তরঙ্গের সাহায্যে তথ্যের আদান-প্রদান করতে পারে।[১]

অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, ইন্টারনেট শব্দটির প্রথম অংশ Interconnection-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যার অর্থ আন্তঃসংযুক্ত, পরস্পরজড়িত, পরস্পরসংযুক্ত। দ্বিতীয় অংশ পূর্বোক্ত মতের অনুরূপ। এ ব্যাখ্যার আলোকে ইন্টারনেটের অর্থ দাঁড়ায় আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্ক বা পরস্পর সংযুক্ত জাল।[২]

সুতরাং ইন্টারনেট প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন নেটের আন্তঃসংযুক্তিকে বোঝায়। অর্থাৎ ইন্টারনেট হলো সমস্ত পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত পারস্পরিক সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমষ্টি। যেখানে TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) বা ইন্টারনেট প্রটোকল নামের এক বিশেষায়িত প্রামাণ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে ডাটা আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে।[৩]

---

১. মাহরুস, মানসুর মুহাম্মাদ, দলিলু মাওয়াক্বিয়িল ইন্টারনেত (রিয়াদ : দারুল আসর, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ১।

২. আল-ইয়াভী, ইয়াহইয়া, কামুসুল কাফী, ইংলিশ-আরবী (অক্সফোর্ড : মাকতাবাতুল জামিয়া, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১৪২, ৩৫৬।

৩. আলফাদুহুম, আব্দুল কাদের, আল-ইন্টারনেত লিল মুসতাখদিমিল আরাবী (রিয়াদ : মাকতাবাতুল উবাইকান, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১১।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল, টেলিফোন লাইন ও উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তঃসংযুক্ত কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের নাম ইন্টারনেট। মৌলিক এ ধারণার আলোকে ইন্টারনেটের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা যায় : ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ব্যবস্থা যা ব্যক্তিগত, পাবলিক, ব্যবসায়িক, শিক্ষাসংক্রান্ত, ব্যাংকিং খাত, কোম্পানি ও সরকারি নেটওয়ার্কসহ যাবতীয় যুক্ত নেটকে ধারণ করেছে।[৪]

ইন্টারনেটের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। আমেরিকার তদানীন্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি গবেষণাপ্রকল্প চালাতে বিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ টিম গঠন করেছিল। প্রকল্পের বিষয়বস্তু ছিল কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং। কারণ তখন তারা নেটে প্রেরিতব্য বার্তাটিকে খণ্ডিত আকারে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠিয়ে একটা সামষ্টিক মেসেজ দিত। যেহেতু তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তাদের স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল, তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা হিসেবে তারা এমন পদ্ধতি ব্যবহার করত।[৫]

১৯৮৩ সালের দিকে গবেষণাপ্রকল্পের উন্নয়ন ও ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। সামরিক ব্যবহারের পাশাপাশি ইন্টারনেটকে সর্বসাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। প্রথমে চারটি কম্পিউটারের মাধ্যমে শুরু হলেও পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬টি কম্পিউটারে। ১৯৮৪ সালে মার্কিন সাইন্স ফাউন্ডেশন তা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করলে অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে এটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তখনও সুযোগ-সুবিধা ছিল সীমিত। সমগ্র ব্যবস্থাটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নব্বই দশকের শুরুতেই কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক হিসেবে ইন্টারনেট গড়ে তোলা হয়। ১৯৮৩ সালের দিকে শুরুতে অবশ্য আমেরিকায় নেট দুভাগে বিভক্ত ছিল:

---

৪. বাসয়ূনী, আব্দুল হামীদ, *আত-তা'লীম ওয়া-দ্দিরাসাতু 'আল-ল ইন্টারনেত* (কায়রো : আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, ২০০১ খ্রি.), পৃষ্ঠা-১৩।

৫. শাহীন, বাহা, *আদ-দালিলুল ইলমি লি-ইসতেখদামিল ইন্টারনেত* (কায়রো : মাকতাবাতুল 'আরাবিয়্যাহ লি-উলুমিল হাসিব, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৪।